দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 0 8 OCT 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

155

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক শিক্ষায় কিণ্ডার গার্টেনের অবদান

আমরা ছোটবেলায় যখন লেখাপড়া শিখেছি বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা, তখন কিন্তু কিণ্ডার গার্টেন পদ্ধতি চালু ছিল না। তাই আমরা তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দু-আড়াই মাইল পথ হেঁটে গিয়ে লেখাপড়া শিখেছি। তাছাড়া তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুন্দর পরিবেশ ছিল। যা বর্তমান-এ নাই বললেই চলে। বর্তমানে এদেশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য কিণ্ডার গার্টেন। শিশুদের মন থাকে কোমল ও সুন্দর। শিশু একটু বড় হওয়ার পর অভিভাবকদের চিন্তিত হতে হয় তাদের স্কুলে ভর্তি করা বিষয়টি নিয়ে। শিশুদের প্রাথমিক অবস্থায় অক্ষরজ্ঞান দান যেমন প্রয়োজন, তার সাথে প্রয়োজন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, নিয়মিত শরীর চর্চা করা এবং আদব-কায়দা শেখা। আমাদের এই দরিদ্র দেশে যেখানে আমরা প্রতিনিয়ত খাবারের চিন্তা করি, তবুও না খেয়ে হলেও শিশুর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তাকে ধারে-কাছে একটি কিণ্ডার গার্টেনে ভর্তি করি। কারণ ছাত্র হারের তুলনায় প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য বলে কিণ্ডার গার্টেনের প্রতিই আমাদের নির্ভর করতে হয়। যদিও ব্যয়বহুল এই কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষা, তবুও এগুলো একটি সুন্দর পরিপাটি ও নিয়ম শৃংখলার মধ্যে পরিচালিত হচ্ছে। অবশ্য হাতেগুণা কয়েকটি স্কুল ব্যবসাও করছে। কিন্তু বৃটিশ আমলের সনাতন পদ্ধতিতে কিণ্ডার গার্টেন নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছে— একজন অভিভাবিকা হিসেবে এটা আমি অবশ্যই স্বীকার করব। তাই এগুলোকে যদি সরকারীভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা হয় এবং এ ব্যাপারে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি আরও কিণ্ডার গার্টেন প্রতিষ্ঠা করা হয় তবে ২০০০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' শুধু শ্লোগানই নয়, পরিপূর্ণতায় রূপ নিবে বলে আশা করা যায়।

—বেগম লুৎফুন নেছা

মেলান্দহ আলীয়া মাদ্রাসার সমস্যা

জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলা সদরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একমাত্র প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী ইসলামী বিদ্যাপীঠ দাগী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসাটি আজ আর্থিক সংকটসহ বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। জেলার একমাত্র ঐতিহ্যবাহী ইসলামী এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হবার পরই ক্রমান্বয়ে দাখেল, আলেম ও ফাজেল ক্লাসে উন্নীত হয়। কিন্তু মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে কখনো উন্নয়ন বা সংস্কার কাজ হয়নি। এতদঞ্চলে এ প্রতিষ্ঠানটি ব্যতীত আর কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না। ঐতিহ্যবাহী এই মাদ্রাসাটি আজ দক্ষ পরিচালনা ও অর্থাভাবে প্রায় ধ্বংসের সম্মুখীন। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যানুসারে প্রয়োজনীয় টেবিল ও বেঞ্চ নেই। তাছাড়া শ্রেণীকক্ষের তীব্র সংকট রয়েছে। এছাড়া শিক্ষক স্বল্পতা, ছাত্রাবাস, কমনরুম, লাইব্রেরী, শিক্ষকদের আবাস, খেলার সরঞ্জামাদিসহ হাজারো সমস্যায় মাদ্রাসাটি আজ তার অস্তিত্ব হারাতে বসেছে।

মাদ্রাসাটিতে বর্তমানে ৬শ' ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। হোস্টেলের অভাবে দূর-দূরান্ত হতে আগত বহু ছাত্র-ছাত্রীর দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। এ দুর্দশা লাঘবে স্থানীয় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সহায়তায় গরবী, ধনী প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই ছাত্রদের জায়গীরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেকে ভর্তির পরে জায়গীর না পেয়ে মাদ্রাসার বারান্দায় অতি কষ্টে রাত যাপন করছে। এছাড়া মাদ্রাসার বার্ষিক ফলাফল বেশ সন্তোষজনক। মাদ্রাসা সম্মুখের মাঠ সমতল না হওয়ায় বছরের অধিকাংশ সময়ই হাঁটু পানিতে ডুবে থাকে। এজন্য খেলাধুলা ছাড়াও লেখা পড়ার বিঘ্ন ঘটছে এবং মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের মাদ্রাসায় যাতায়াতে নিত্য দিন দারুণ অসুবিধা হচ্ছে।

এছাড়া শিক্ষকদের জন্য কোন আবাসিক গৃহ না থাকায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অতি কষ্টে তাদের থাকতে হচ্ছে। কেউ লাইব্রেরীতে, কেউ মসজিদের এক পাশে, কেউ জায়গীরে, আবার কেউ ৪/৫ মাইল দূর থেকে সাইকেল অথবা পায়ে হেঁটে মাদ্রাসায় আসেন। মাদ্রাসায় একটি মাত্র নলকূপ ও একটি মাত্র শৌচাগার রয়েছে। নানাবিধ সমস্যার মধ্যে মাদ্রাসার ছাদ ধসে যাওয়া অন্যতম। সম্প্রতি ছাদের প্লাস্টার ধসে আলিম ও ফাজিল ক্লাসের বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী আহত হওয়ার পর অভিভাবকগণ তাদের ছেলে-মেয়েদের মাদ্রাসায় প্রেরণ বন্ধ করে দিয়েছেন।

চুয়ান্ন বছরের পুরানো এ মাদ্রাসার বিল্ডিংটি যে কোন মুহূর্তে ধসে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। মাদ্রাসাটির উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ও এলাকার জনসাধারণসহ অভিভাবকমহল সরকারী অনুদানে বিল্ডিংটি মেরামত ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন জানিয়েছেন।

—মোঃ নূরুল আলম সিদ্দিকী